



41017 - দোয়ার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন

প্রশ্ন

কিছু ভাই আছেন তারা খুঁটনিটি বিষয় চয়ে দোয়া করেন। যমেন কটে বলেন: ইয়া রব্ব! আমাকে একটি রঙনি টেলিভিশন দনি, একটি ফার্নসিড ফ্ল্যাট দনি, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি বললাম: আমার আশংকা হচ্ছে যে, এটি দোয়াতে সীমালঙ্ঘনের পর্যায়ে পড়বে। যখন কোন দোয়াকারী মক্কার হারামে থাকে; বিশেষতঃ রমযান মাসে তখনও দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ চয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত দোয়া দিয়ে দোয়া করা উত্তম হয় না? আমি দোয়াতে সীমালঙ্ঘনের বিষয়টি আপনাদের ওয়েবসাইটে খুঁজেও বিস্তারিত কোন উত্তর পাইনি। দয়া করে আপনারা এ বিষয়ে বিস্তারিত জবাব দিবেন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

প্রশ্নকারী বোন, জনে রাখুন (আল্লাহ আমাদরেক ও আপনাকে তাঁর পছন্দনীয় ও সন্তুষ্টমূলক আমলের তাওফিক দনি) দোয়া অনেকে মানুষের পরিত্যক্ত একটি অস্ত্র। দোয়াই ইবাদত।

নোমান বনি বাশরি (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “দোয়াই ইবাদত”। এরপর তিনি তলোওয়াত করেন:

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

[গাফর: 60]

(তোমাদের প্রভু বলেন: তোমরা আমার কাছে দোয়া কর। আমি তোমাদের দোয়া কবুল করব। নিশ্চয় যারা আমার ইবাদত থেকে অহংকার করে অচিরেই তারা অপদস্থ হয়ে জাহান্নামে প্রবশে করবে।)[সূরা গাফরে, আয়াত: ৬০][আলবানী বলছেন: সহিহ।
দখুন: সহিহ সুনানে তরিমযি (২৬৮৫)]

আপনি যদি এটি জনে থাকেন তাহলে দোয়ার ব্যাপারে যত্নবান হোন এবং বেশি বেশি দোয়া করুন।

দুই:



নশ্চয় দোয়ার কছি আদব রয়ছে। এবং কছি প্রতবিন্ধকতা রয়ছে। নমিনে আমরা এর কছি উল্লেখ করব:

১। নজিকে দিয়ে দোয়া শুরু করা।

২। দোয়া করার সময় হাতদ্বয় উঠানো মুস্তাহাব।

৩। দোয়াকারী পরপূর্ণ পবিত্রতার উপরে থাকা।

৪। দোয়াকালে কবিলামুখী হয়ে দোয়া করা।

৫। আল্লাহর সামনে নজিরে মনিতা প্রকাশ করা। **ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً** (তোমাদের প্রভুর কাছে মনিতসিহ ও সঙ্গোপনে দোয়া কর)[সূরা আরাফ, আয়াত: ৫৫] ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) ‘বাদায়উল ফাওয়ায়েদে’ গ্রন্থে উল্লেখ করছেন যে, দোয়াতে মনিতা না করা সীমালঙ্ঘন।[বাদায়উল ফাওয়ায়েদে (৩/১২)]

৬। আল্লাহর কাছে বারংবার চয়ে দোয়া করা।

৭। অবলিম্বে দোয়া কবুল করার তলব না করা। সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমিরে হাদিসে এসছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: “তোমাদের কারো দোয়া ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তাড়াহুড়া করে এবং বলে: আমি দোয়া করছি; কিন্তু আমার দোয়া কবুল করা হয়নি।”[সহহি বুখারী (৬৩৪০) ও সহহি মুসলমি (২৭৩৫)] কোন মুসলমিরে তার প্রভুর কাছে দোয়া করার অবস্থা তিনটি বিষয়ের কোন একটি হতে খালি হবে না। যে বিষয়গুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীতে উদ্ধৃত হয়েছে: “কোন মুসলমি আল্লাহর কাছে দোয়া করলে এবং তার দোয়াতে কোন পাপ বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ করা নিয়ে দোয়া না থাকলে আল্লাহ তাকে তিনটি বিষয়ের কোন একটি দান করেন। হয়তো তার দোয়াটি অবলিম্বে কবুল করেন। কথিবা আখিরাতের জন্য সটে পুঞ্জভিত করে রাখেন। কথিবা তার থেকে কোন অনষ্টি দূর করেন। তারা (সাহাবীরা) বলল: তাহলে আমরা বেশি বেশি দোয়া করব। তিনি বললেন: আল্লাহও বেশি বেশি দবিনে।”[মুসনাদে আহমাদ (১০৭৪৯), সুনানে তিরমিযি (৩৫৭৩); আলবানী ‘মশিকাতুল মাসাবীহ’ গ্রন্থে (২১৯৯) হাদিসটিকে সহহি বলছেন]

৮। দোয়ার ক্ষত্রে আরও যে বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত তা হলো আল্লাহর প্রশংসা করা ও তাঁর স্তুতি করা এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দুরুদ পড়া। ফাদালা বনি উবাইদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে নামাযের মধ্যে দোয়া করতে শুনলেন। কিন্তু সেই ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দুরুদ পড়েনি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: এই ব্যক্তি তাড়াহুড়া করে ফেলেছে। এরপর তাকে ডাকলেন এবং তাকে লক্ষ্য করে বা অন্যকে লক্ষ্য করে বললেন: তোমাদের কটে যখন নামাযে থাকবে তখন সে আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি দিয়ে শুরু করবে। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দুরুদ পড়বে। এরপর মনে



যা ইচ্ছা দোয়া করবে।[আলবানী বলেন: সহহি হাদিস]

তনি:

পক্ষান্তরে, দোয়াতে সীমালঙ্ঘন কয়কেটি বিষয়ের মাধ্যমে হয়ে থাকে; যমেন:

১। দোয়াতে খুঁটনিটি বিষয় উল্লেখ করা; যমেনটি প্রশ্নকারীর প্রশ্নে এসেছে যে, কউ বলেন: হে আল্লাহ! আমাকে ফার্নসিড ফ্ল্যাট দনি, একটি রিঙনি টেলিভিশন দনি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। বরং শরয়িতসম্মত হলো ব্যাপক অর্থবোধক বাণী দিয়ে দোয়া করা; যমেনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করতেন। তিনি আল্লাহর কাছে দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ চয়ে দোয়া করতেন।

আব্দুল্লাহ বনি মুগাফফাল থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি তার ছেলেকে বলতে শুনছেন যে, সে বলছে: হে আল্লাহ! আমি যখন জান্নাতে প্রবশে করব তখন ডানপাশের সাদা প্রাসাদটি আমি প্রার্থনা করছি। তখন তিনি বললেন: ওহে বৎস! আল্লাহর কাছে জান্নাত চাও এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাও। কনেনা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছি যে, তিনি বললেন: নশ্চয় আমার উম্মতের মধ্যে এমন একদল লোক হবে যারা পবিত্রতা অর্জন ও দোয়া করার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করবে।[সুনানে আবু দাউদ (০৯৬), আলবানী ‘সহহি সুনানে আবু দাউদ’ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহহি বলছেন]

২। আল্লাহ যা হারাম করছেন তা চয়ে কথিবা যা কিছু হারামের মাধ্যম তা চয়ে দোয়া করা। কারণ “উদ্দষ্টি কার্যাবলীর যে হুকুম কার্যের মাধ্যমসমূহেরও একই হুকুম” যমেনটি উল্লেখ করছেন ইবনুল কাইয়্যমে তাঁর বাদায়উল ফাওয়ায়েদে গ্রন্থে (৩/১২)।

সুতরাং যে জনিসি হারামের মাধ্যম সটে হারাম।

টেলিভিশন ব্যবহারকারী অধিকাংশ মানুষ টেলিভিশনকে হারাম কিছু দেখা ও শুনার ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকে। তাই এই দোয়াকারী যদি এই শ্রণীর মানুষ হয় তাহলে এটি দোয়ার ক্ষেত্রে তার সীমালঙ্ঘন। কনেনা সেই ব্যক্তি আল্লাহর কাছে এমন কিছু চাচ্ছে যেতে করে এর দ্বারা সে আল্লাহর অবাধ্যতা করতে পারে।

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেলে যে, প্রশ্নোক্ত দোয়াতে দুটো দকি থেকে সীমালঙ্ঘন রয়েছে:

১. খুঁটনিটি বিষয় চয়ে দোয়া করার দকি থেকে।

২। হারামের মাধ্যম প্রার্থনা করে দোয়া করার দকি থেকে। “উদ্দষ্টি কার্যাবলীর যে হুকুম কার্যের মাধ্যমসমূহেরও একই হুকুম”



তবে এটি সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে; যদি দোয়াকারী এটাকে হারামে ব্যবহার করে; যমেনটি অধিকাংশ মানুষের অবস্থা।